বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী – ১ ডিসেম্বর ২০০৫

এইডস এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে গত দশকে বিশ্ব উলে-খযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ বিষয়ে অনেক অঙ্গীকারও করা হয়েছে। এখন সময় এসেছে এসকল অঙ্গীকার পুরণের এবং আমি বিশ্বাস করি আমরা তা পারব।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এইডস প্রতিরোধের জন্য বর্তমানে আমাদের বাৎসরিক বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ আট'শ কোটি ডলার। অথচ এক দশক পুর্বে এ অর্থের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ডলার।

আজকে বিশ্বের ৪০টি দেশে জাতীয় এইডস প্রতিরোধ কর্মসুচিতে নেতৃত্ব প্রদান করছেন সেসব দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তাদের সহকারীরা।

আজ সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদে এইডস একটি সাধারণ আলোচনার বিষয়।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে আমরা নবঅগ্রগতির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

এইডস সমস্যার সমাধান সম্ভব এরূপ বাস্তব প্রমাণ আমাদের নিকট রয়েছে।

এইডসের বিস্তার বন্ধ ও হ্রাসে আমাদের সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০০৫ বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ ২০০১ সালে গৃহীত এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত অঙ্গীকারের ঘোষণা'র পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। প্রতিরোধ, চিকিৎসা, সেবা ও সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টা বৃদ্ধির মাধ্যমে কোনরূপ ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল মানুষের কাছে এ জীবনরক্ষাকারী কর্মসুচির সুবিধা পৌছে দিতে এ ঘোষণা প্রণয়ন করা হয়েছিল। আগামী বছর এ ঘোষণাপত্রের বাস্তবায়নে এ যাবতকাল পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

সুতরাং এখন আমাদের এ বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। আমাদের মেনে নিতে হবে যে কিছু ক্ষেত্রে আমরা সফলকাম হলেও এ মহামারিকে সম্পুর্ণরূপে প্রতিহত করতে পারিনি। আমাদের স্বীকার করতেই হবে ২০১৫ সালের মধ্যে এইডসএর বিস্তার প্রতিরোধ ও এর ধারাকে বিপরীতমুখী করার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে। এইডসএর এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে । এইডস এর বিস্তার প্রতিরোধ কেবল একটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যই নয়, এটি অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনেরও একটি পুর্বশর্ত।

আজ আসুন, আমরা সুস্পষ্ট স্বরে বলি সময় এসেছে অঙ্গীকার পুরণের । বিশ্ব এইডস দিবসে এই অগ্রযাত্রায় আমার সাথে শামিল হওয়ার জন্য আজ আমি আপনাদের সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি ।

** ** **